**এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক সংক্রান্ত**

মন্ত্রী পর্যায়ের ৪র্থ পর্যালোচনা সভা - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বুধবার, ০৭ বৈশাখ ১৪১৮, ২০ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

আইওএম'র মহাপরিচালক,

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম। And Very Good Morning to All of You.

এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের ৪র্থ পর্যালোচনা সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহ সমষ্টিগতভাবে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি শ্রমিক সরবরাহ করে থাকে। এ অঞ্চলের অনেক দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসী শ্রমিকগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

কিন্ত্ত বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অভিবাসন প্রক্রিয়া নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের মধ্যে অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে এ সম্মেলন, যা কলম্বো প্রসেস হিসেবে পরিচিত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

এ অঞ্চলের দেশগুলো থেকে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমান। ঐসব গন্তব্য-দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসী শ্রমিকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান-রেখে চলেছেন। পাশাপাশি দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে এবং বিদেশে অর্জিত দক্ষতা দেশে ফিরে কাজে লাগানোর মাধ্যমে তাঁরা নিজ নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রাখছেন।

২০০৯ সালে বিশ্বের অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরমধ্যে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গেছে ৩১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি  রেমিটেন্স।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের অনেক দেশেই অভিবাসী শ্রমিকদের অবদান অন্যান্য খাতের অবদানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে, অভিবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত রেমিটেন্স আমাদের জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও ২০১০ সালে আমাদের রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। বিদেশে কর্মরত শ্রমিক ভাইবোনদের প্রেরিত রেমিটেন্স আজকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। এর পরিমাণ জাতীয় আয়ের প্রায় ১১ শতাংশ। আমরা এ খাতকে থ্রাস্ট খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

বর্তমানে বাংলাদেশের ৭.৫ মিলিয়নের বেশি কর্মী বিদেশে কাজ করছেন। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য এসব শ্রমিক ভাই-বোনদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের শ্রমিকদের কাজ করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য আমি নিয়োগদাতা দেশগুলোর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অভিবাসন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গন্তব্য দেশসমূহে শ্রমিকরা যাতে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতে পারেন তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

কারণ বিদেশে গিয়ে অনেকসময় আমাদের শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি এবং দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময় তাঁরা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন।

এ কথা সত্য যে, গত দশকে এসব বিষয়ে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। তবে মর্যাদাসম্পন্ন অভিবাসনের যে আদর্শ চিত্র, তা থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে রয়েছি। আমি আশা করি, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এশিয়ার দেশগুলোর জন্য আমরা একটি কার্যকর অভিবাসন ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে সক্ষম হব। যা বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে অনৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়া একটি বড় সমস্যা। অনেকেই বেকারত্ব এবং দরিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে বিদেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

এক ধরনের অসৎ মধ্যস্বত্বভোগী এই সুযোগ নিয়ে বিদেশে যেতে আগ্রহী মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ আদায় করে। তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করার চেষ্টা করে।

অনেক সময় দেখা যায় বাইরে পাঠানোর পর তাঁদেরকে যে কাজ বা বেতন-ভাতা দেওয়া হয়, তা প্রদত্ত শর্তাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার বিদেশে গিয়ে কাজ না পেয়ে অনেকে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়।

বৈদেশিক নিয়োগ মনিটর করা এবং এখাতে অনিয়ম বন্ধ করার কাজটি খুব সহজ নয়। কারণ, এটা শুধু নিজস্ব দেশের আইন-কানুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এরসঙ্গে গন্তব্য দেশেরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এ সম্মেলনে বিদেশী নিয়োগকারী দেশসমূহের প্রতিনিধিগণও অংশ নিচ্ছেন। অভিবাসী কর্মীদের সমস্যা সমাধানে তাঁদের এ আগ্রহকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করি উৎস ও গন্তব্য উভয় দেশের স্বার্থেই অভিবাসী শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ করা উচিৎ।

বাংলাদেশে অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং নিয়োগকারী এজেন্সিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এসব পদক্ষেপের সফলতা পেতে হলে এ সংক্রামত্ম আইনের কঠোর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে অতিরিক্ত চার্জ আদায়। এ সমস্যার সমাধানে আমরা একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছি। এই কমিটি অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ খরচ কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করবে। আমরা আশা করছি আজকে যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, বিদেশে কর্মী প্রেরণের খরচ হ্রাসে এ ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন  করবে।

তবে কোন একক দেশের পক্ষে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে এসব বিভিন্নমুখী অনৈতিক কর্মকান্ড এবং অনিয়ম বন্ধ করা সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন চার্জ নির্ধারণ, তাঁদের বেতন-ভাতা ও গ্রহণযোগ্য কাজের শর্তাবলী ঠিক করা, ন্যূনতম চুক্তির মেয়াদ, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য সাধারণ কল্যাণের ব্যাপারে আমাদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমি আশা করি ৪র্থ মন্ত্রী পর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমি জানতে পেরেছি যে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে একটি গোলটেবিল বৈঠকও এখানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

লিবিয়ায় সাম্প্রতিক সঙ্কটের ফলে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের অভিবাসী কর্মীদের অবর্ণনীয় ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি। লিবিয়া পরিস্থিতি থেকে এটি অত্যন্ত পরিস্কার হয়েছে যে, এ ধরনের জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশল থাকা প্রয়োজন।

লিবিয়ায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অভিবাসী কর্মীরাই সর্বপ্রথম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। অনেকেই তাঁদের পাসপোর্টসহ জরুরি কাগজপত্র, নিজস্ব জিনিসপত্র এবং সর্বোপরি তাঁদের জমানো টাকা-পয়সা এবং বেতন-ভাতাদি ছাড়াই দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে লিবিয়ায় অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার কর্মীকে আমরা দেশে ফেরত নিয়ে এসেছি। এখনও অনেকে দেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা যারা বাংলাদেশের শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বিশাল সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন। আমি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

এশিয়ার অভিবাসী কর্মীদের একটি বিশাল অংশ নারী। অনেক সময় পুরুষ কর্মীদের তুলনায় তাঁদের অবস্থা খানিকটা নাজুক থাকে। নারীদের বেশির ভাগই প্রধানতঃ গৃহকর্মী এবং সেবিকা হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। তাঁদের কাজের পরিবেশের কারণেই মহিলারা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকেন। বিশেষ করে যাঁরা গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকেন, তাঁরা একাকীত্বে ভোগেন এবং দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হন। অভিবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে। তবে এ পর্যন্ত বাংলাদেশসহ মাত্র ৩৭টি দেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে। অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য একটি নীতিমালা ও গাইডলাইন তৈরির ক্ষেত্রে এ কনভেনশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি স্বদেশ থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত অনেকগুলো সাধারণ সমস্যা বিরাজমান। এগুলো হচ্ছে, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, অতিরিক্ত চার্জ আদায়, স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন এবং অনিয়ন্ত্রিত খাতে সম্পৃক্তকরণ, কর্মীদের অজ্ঞতা ইত্যাদি।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা সবাই কাজ করছি। তবে মর্যাদাসম্পন্ন অভিবাসনের ধারনা থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে। আমি আশা করছি এই বৈঠক থেকে একটি সময়োপযোগী এবং বলিষ্ঠ সুপারিশমালা গ্রহণ করা হবে। এসব সুপারিশমালা বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের ৪র্থ পর্যালোচনা সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

একইসঙ্গে, এই সুধি সমাবেশ থেকে আমি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকেরও শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশের নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য এ ব্যাংকটি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত থাকবে।

বিদেশে যাওয়ার খরচ মেটানোর জন্য অনেকে সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করতে অথবা বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। এখন থেকে যাঁরা বিদেশে যাবেন, এ ব্যাংক থেকে তাঁরা জামানতবিহীন ঋণ নিতে পারবেন। পাশাপাশি প্রবাস থেকে এ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে ও সহজে দেশে রেমিটেন্স দেশে পাঠাতে পারবেন।

এছাড়া প্রবাস থেকে ফিরে আসা কর্মীরা এ ব্যাংকের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। যাতে তাঁরা দেশেই নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারেন। আমি আশা করি আমাদের এ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....